অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

শ্লোক ১

রাজোবাচ

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১ ॥

রাজা—রাজা ; **উবাচ**—বললেন ; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মাজীর দ্বারা ; **চোদিতঃ**—উপদিষ্ট হয়ে ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী) ; **গুণ-আখ্যানে**—অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনায় ; **অগুণস্য**—জড় গুণরহিত ভগবানের ; **চ**—এবং ; **যস্মৈ যস্মৈ**—যাঁকে যাঁকে ; **যথা**—যে প্রকারে ; **প্রাহ**—বর্ণনা করেছিলেন ; **নারদঃ**—নারদমুনি ; **দেব-দর্শনঃ**—দেবতার ন্যায় যাঁর দর্শন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দেবতার ন্যায় দর্শন বিশিষ্ট শ্রীনারদমুনি কেমনভাবে এবং কাদের কাছে প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন ?

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মাজী সরাসরিভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাজী এই জ্ঞান স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের কাছে লাভ করেছিলেন ; তাই নারদ মুনি তাঁর শিষ্যদের যে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন তা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানেরই তুল্য। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে পন্থা। এই জ্ঞান আসছে গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান থেকে, এবং এই অবরোহ-পন্থায় এই দিব্য জ্ঞান এই জগতে বিতরণ হয়। মনোধর্মের ভিত্তিতে যারা অনুমান করে, তাদের কাছ থেকে কখনো বৈদিক জ্ঞান লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।তাই নারদমুনি যেখানেই যান তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাই তাঁর দর্শন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনেরই তুল্য। তেমনই যে শিষ্য-পরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিব্য উপদেশ অনুসরণ করে, তা সৎপরম্পরা এবং

এই ধরনের সৎ পরম্পরাযুক্ত সদ্‌গুরুদের পরীক্ষা এই যে ভগবান প্রথমে তাঁর ভক্তকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে যে উপদেশ গুরুদেব দেন, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারদ মুনি কিভাবে ভগবানের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন, তা পরবর্তী স্কন্ধগুলিতে বর্ণনা করা হবে।

সেই বর্ণনার মাধ্যমে দেখা যাবে যে, জড় সৃষ্টির পূর্বে ভগবান বিরাজমান ছিলেন, এবং তাই তাঁর অপ্রাকৃত নাম, গুণ ইত্যাদি কোন জড় গুণবাচক নয়। তাই ভগবানকে *অগুণ* বলে বর্ণনা করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর কোন গুণ নেই। প্রকৃতপক্ষে তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি বদ্ধ জীবের মতো সত্ত্ব, রজো অথবা তমো গুণের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না। তিনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত, এবং তাই তাঁকে এখানে *অগুণ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাং বর !
হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—জানবার জন্য; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **তত্ত্ববিদাম্**—পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা ভালভাবে অবগত; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত-বীর্যস্য**—যিনি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন; **কথা**—বর্ণনা; **লোক**—সমস্ত লোকের; **সুমঙ্গলাঃ**—কল্যাণকর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—আমি অপূর্ব শক্তিমান শ্রীহরির কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক, **যা সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের পক্ষে কল্যাণকর।**

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত লোকের জীবের পক্ষে কল্যাণকর। যারা মনে করে যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য, তারা অবশ্যই ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্যই ভগবদ্ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় শাস্ত্র গ্রন্থ, কিন্তু তা অভক্তদের জন্যও মঙ্গল বিধায়িনী। কেননা তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ অভক্তরাও একাগ্রতা এবং ভক্তিসহকারে পরম্পরার ধারায় ভগবানের প্রতিনিধির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি ।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

কথয়স্ব—কৃপাপূর্বক বলতে থাকুন; **মহাভাগ**—হে পরম ভাগ্যশালী; **যথা**—যে প্রকার; **অহম্**—আমি; **অখিলাত্মনি**—পরমাত্মায়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **নিবেশ্য**—স্থাপন করে; **নিঃসঙ্গম্**—জড় গুণ থেকে মুক্ত হয়ে; **মনঃ**—মন; **ত্যক্ষ্যে**—পরিত্যাগ করতে পারে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, দয়া করে আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমাত্মায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে আমার কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বর্ণনা শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা। আর নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার অর্থ হচ্ছে জড় গুণাবলীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম, আর জড় কলুষ হচ্ছে অন্ধকার। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনই নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে অচিরে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড় গুণের কলুষ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণ, আর জড় গুণ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় মুক্তির এই রহস্য অবগত হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ এখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, কেননা শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে জানিয়েছেন যে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে মৃত্যুর সময় নারায়ণকে স্মরণ করা। মহারাজ পরীক্ষিতের সাত দিন পরে মৃত্যু হওয়ার কথা, এবং তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করবেন এবং পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি পূর্ণ চেতনায় অনুভব করার মাধ্যমে তাঁর কলেবর পরিত্যাগ করবেন।

পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা মহারাজ পরীক্ষিতের অপ্রাকৃত শ্রবণ থেকে ভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ববেত্তা। জড়বাদী সকাম কর্মীরা আত্মতত্ত্ববেত্তা নয়, তারা তাদের তথাকথিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে জাগতিক লাভ করতে চায়। পেশাদারী ভাগবত পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকারী এইপ্রকার শ্রোতারা তাদের বাসনা অনুসারে কিছু জাগতিক লাভ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এক সপ্তাহ ব্যাপী তাদের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার অভিনয় মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রবণের তুল্য।

সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাজনদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, পেশাদারী পাঠকদের কাছ থেকে নয়। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত এই শ্রবণ করা উচিত, যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত সঙ্গ লাভ করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্য এবং পরিবারের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, যা হচ্ছে জড় জগতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জড় দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ করার মাধ্যমেই তিনি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪ ॥

শৃণ্বতঃ—যাঁরা শ্রবণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে, সর্বক্ষণ; **গৃণতঃ**—গ্রহণ করেন; **চ**—ও; **স্বচেষ্টিতম্**—স্বীয় চেষ্টার দ্বারা; **কালেন**—সময়ে; **ন**—না; **অতিদীর্ঘেণ**—অত্যন্ত দীর্ঘকাল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিশতে**—প্রকাশিত হন; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

যাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

সহজিয়া বা প্রাকৃত ভক্তরা উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করেই চাক্ষুষ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে চায়। এই প্রকার কনিষ্ঠ ভক্তদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে জড় আসক্তি এবং ভগবদ্দর্শন সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী। এমন নয় যে পেশাদারী ভাগবত পাঠকেরা কোন যান্ত্রিক উপায়ে জড়বাদী মিছা ভক্তদের হয়ে সেই কাজটি সম্পাদন করতে পারবে। এই বিষয়ে পেশাদারী মানুষেরা সম্পূর্ণ অক্ষম, কেননা তাদের না আছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, আর না আছে শ্রোতাদের ভববন্ধন মোচনের অভিপ্রায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভাগবত পাঠ করার মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করে তাদের পরিবার প্রতিপালন করা এবং কিছু জড় সুবিধা অর্জন করা। পরীক্ষিৎ মহারাজের আয়ু ছিল আর মাত্র সাতদিন, কিন্তু অন্যদের জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং অনুমোদন করেছেন যে তারা যেন নিরন্তর *নিত্যম্*—ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে। তার ফলে অচিরেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব হবে।

মিছাভক্তরা জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার কোনরকম প্রয়াস না করেই কিন্তু খেয়ালখুশি মতো ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত আগ্রহী। পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো মহাজন, যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে প্রকৃতই লাভবান হয়েছিলেন, কখনো এইপ্রকার পন্থা অনুমোদন করেননি।

শ্লোক ৫

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ ৫ ॥

প্রবিষ্টঃ—এইভাবে প্রবেশ করে ; **কর্ণরন্ধ্রেণ**—কর্ণকুহরের মাধ্যমে ; **স্বানাম্**—মুক্ত অবস্থা অনুসারে ; **ভাব**—স্বরূপগত সম্পর্ক ; **সরঃ-রুহম্**—পদ্মফুল ; **ধুনোতি**—নির্মল করে ; **শমলম্**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি জড় প্রভাব ; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; **সলিলস্য**—জলাশয়ের ; **যথা**—যেমন ; **শরৎ**—শরৎ ঋতু।

অনুবাদ

পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দরূপী অবতার (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত) স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে ভাবরূপ কমলাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড়জাগতিক আসক্তি প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে, ঠিক যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে কর্দমাক্ত জলাশয়ের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত এই পৃথিবীর সমস্ত পতিত জীবদের উদ্ধার করতে পারেন। তাই যাঁরা প্রকৃতই নারদমুনি অথবা শুকদেব গোস্বামীর মতো শুদ্ধ ভক্তের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন এবং তাঁর গুরুদেবের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছেন,ঠিক যেমন নারদমুনি ব্রহ্মাজী কর্তৃক হয়েছিলেন, তিনি যে কেবল নিজেকেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন তা নয়, তিনি তাঁর বিশুদ্ধ এবং শক্তিসম্পন্ন ভক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ উদ্ধার করতে পারেন। এখানে যে কর্দমাক্ত জলাশয়ে শরৎ ঋতুর বর্ষণের উপমা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। বর্ষার সময় নদীর জল কর্দমাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু শরৎ কালে যখন অল্প বর্ষা হয় তখন সারা পৃথিবীর সমস্ত কর্দমাক্ত জল তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগের ফলে শহরের জল সরবরাহকারী জলাধারের জল পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা নদীগুলির জল পরিষ্কার করা কখনোই সম্ভব নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যে কেবল নিজেকেই উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই নয়, অন্য আর যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, তাদেরও উদ্ধার করতে সক্ষম।

পক্ষান্তরে বলা যায়, অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা (যেমন জ্ঞান মার্গে অথবা যৌগিক কসরতের দ্বারা) কেবল নিজের হৃদয় নির্মল করা যায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে একজন শুদ্ধ, শক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত সারা পৃথিবীর মানুষদের হৃদয় নির্মল করতে পারেন। নারদ মুনি, শুকদেব গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ষড় গোস্বামীগণ এবং পরবর্তী কালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ, তাঁদের শক্ত্যাবিষ্ট ভক্তির দ্বারা সকলকে উদ্ধার করতে পারেন। ঐকান্তিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার ফলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুর রসে ভগবানের সঙ্গে স্বরূপগত সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়, এবং এই প্রকার স্বরূপ উপলব্ধির ফলে জীব তৎক্ষণাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। নারদ মুনির মতো সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা কেবল স্বরূপ-সিদ্ধ জীবই নন, তাঁরা তাঁদের পারমার্থিক আবেগের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের বাণীর প্রচারকার্যে যুক্ত হন এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বহু হীন জীবদের উদ্ধার করেন। তাঁরা এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন, কেননা তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব শ্রবণ করেন এবং আরাধনা করেন। এই কার্যকলাপের প্রভাবে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কাম, ক্রোধ আদি মল বিদূরিত হয়। ভগবান সর্বদাই জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু ভক্তির দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন।

জ্ঞানের অনুশীলন বা যোগের অভ্যাস সাময়িকভাবে অনুশীলনকারীর হৃদয় নির্মল করতে পারে, কিন্তু তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অল্প পরিমাণে স্থির জল পরিষ্কার করার মতো। এইভাবে পরিষ্কৃত জলে জলরাশি তলদেশে থিতিয়ে পড়ার ফলে সাময়িকভাবে পরিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু অল্প ক্ষোভিত হলেই পুনরায় সেই মল জলে মিশ্রিত হওয়ার জন্য কর্দমাক্ত হয়ে যায়। হৃদয়কে চিরতরে নির্মল করার একমাত্র পন্থা ভগবদ্ভক্তি। আর অন্য সমস্ত পন্থা সাময়িকভাবে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে তা পুনরায় কলুষিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। নিয়মিতভাবে সর্বদা ঐকান্তিক একাগ্রতা সহকারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে অনুমোদিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ৬ ॥

ধৌত-আত্মা—যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে; **পুরুষঃ**—জীব; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাদমূলম্**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **ন**—না; **মুঞ্চতি**—পরিত্যাগ করে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **পরিক্লেশঃ**—জীবনের সমস্ত ক্লেশ; **পান্থঃ**—পথিক; **স্ব-শরণম্**—নিজ গৃহে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে, ভগবানের সেই ভক্ত কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। কেননা সেখানে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন, ঠিক যেমন দীর্ঘ ক্লেশকর পথ ভ্রমণের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পথিক সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তার হৃদয় কখনো সম্পূর্ণরূপে নির্মল হতে পারে না। কিন্তু যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছে, তিনি কখনো ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মাজী যেমন নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেইরকম প্রচার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে ভগবানের প্রতিনিধিরাও কখনো কখনো প্রচার করার সময় নানারকম তথাকথিত অসুবিধার সম্মুখীন হন। নিত্যানন্দ প্রভু যখন দুটি অত্যন্ত অধঃপতিত জীব জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন তাঁকে এই প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তেমনই যিশুখ্রিস্টকে ভগবদ্বিদ্বেষীরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ভগবানের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্ত এইপ্রকার দুঃখ-কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা অত্যন্ত কঠোর হলেও ভগবদ্ভক্ত তার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন, কেননা তাঁর সেই কার্যকলাপে ভগবান সন্তুষ্ট হন। প্রহ্লাদ মহারাজকে অসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যাননি। তার কারণ হচ্ছে যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় এতই নির্মল যে তিনি কখনো কোন অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারেন না। ভগবানের প্রতি ভক্তের সেবায় কোন রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। জ্ঞানীর জ্ঞান আহরণের পন্থা অথবা যোগীর দৈহিক কসরত, অনুশীলনকারীরা চরমে সেগুলি পরিত্যাগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনো ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন না, কেননা তিনি তাঁর গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন। নারদ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মতো শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের গুরুদেবের আদেশকে তাদের প্রাণের থেকেও অধিক বলে মনে করেন। ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনে কি হবে তা নিয়ে তারা কখনো কোনরকম চিন্তা করেন না। যেহেতু সেই আদেশ আসছে উচ্চতর অধ্যক্ষের কাছ থেকে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির কাছ থেকে বা স্বয়ং ভগবান থেকে, তাই তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তা গ্রহণ করেন।

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। পথিক ধন উপার্জনের জন্য গৃহত্যাগ করে যখন দূরদেশে গমন করে, তখন তাকে অরণ্যে, সাগরে অথবা পর্বত-শিখরে অবশ্যই নানারকম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সে যখন প্রবাস থেকে

তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে তার সমস্ত পথ-শ্রমের কথা ভুলে যায়।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি অবিচলিতভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৭

যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা ॥ ৭ ॥

যৎ—যেমন; **অধাতু-মতঃ**—জড়রূপে গঠিত না হয়ে; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **দেহ**—জড়দেহ; **আরম্ভঃ**—শুরু; **অস্য**—জীবের; **ধাতুভিঃ**—পদার্থের দ্বারা; **যদৃচ্ছয়া**—অকারণ, আকস্মিক; **হেতুনা**—কোন কারণে; **বা**—অথবা; **ভবন্তঃ**—আপনি; **জানতে**—যেভাবে জানেন; **যথা**—সেইভাবে আপনি আমাকে বলুন।

অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীব কি কোন কারণের বশবর্তী হয়ে নাকি ঘটনাচক্রে আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়? আপনি তা জানেন, তাই আপনি দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ ভক্তরূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ গুরু-পরম্পরা ব্রহ্মার ধারায় প্রতিনিধির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেই সন্তুষ্ট হননি, অধিকন্তু তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার বিশেষ বিজ্ঞান, এবং ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হৃদয়ে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হতে পারে, সেগুলির উত্তর প্রামাণিক বর্ণনার মাধ্যমে তাতে দেওয়া হয়েছে। ভক্তিপথের পথিক ভগবান এবং জীব বিষয়ক সমস্ত প্রশ্ন তার গুরুদেবের কাছে করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত থেকে জানা যায় যে গুণগতভাবে ভগবান এবং জীব এক। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব নিরন্তর একদেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবের এই জড় বন্ধনের কারণ কি? আত্ম-উপলব্ধি এবং ভগবদ্ভক্তির পথের সমস্ত পথিকদের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরম পুরুষ ভগবানের এই প্রকার দেহান্তর হয় না। তিনি চিন্ময়ভাবে পূর্ণ, এবং বদ্ধ জীবের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত নিত্যমুক্ত জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সঙ্গ করেন, তারাও ঠিক

ভগবানের মতো। মুক্তির প্রতীক্ষাকারী বদ্ধ জীবেদেরই কেবল দেহের পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় কিভাবে ?

ভগবদ্ভক্তির প্রথম সোপান হচ্ছে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। ভগবদভক্তির পথে সর্ব প্রকার অপরাধ খণ্ডনের জন্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা অপরিহার্য। কেউ যদি পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণও হন, তবুও তাঁকে তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর কাছে প্রশ্ন করতে হবে। সেই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদেবকে অবশ্যই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পারঙ্গত হতে হবে যাতে তিনি শিষ্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আর যারা প্রামাণিক শাস্ত্রে পারঙ্গত নয় এবং এই সমস্ত বিষয়ে সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, তাদের কখনো গুরুর ভূমিকা অবলম্বন করা উচিত নয়। যে শিষ্যকে উদ্ধার করতে অসমর্থ, তার গুরু হওয়া অন্যায়।

শ্লোক ৮

আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্ ।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্ ।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব ॥ ৮ ॥

আসীৎ—উদ্ভূত হয়েছিল; **যৎ-উদরাৎ**—যাঁর উদর থেকে; **পদ্মম্**—পদ্মফুল; **লোক**—জগৎ; **সংস্থান**—অবস্থিতি; **লক্ষণম**—লক্ষণ; **যাবান্**—যেমন ছিল; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইয়ত্তা**—পরিমিতি; **অবয়বৈঃ**—অবয়বের দ্বারা; **পৃথক্**—ভিন্ন; **তাবান্**—তেমন; **অসৌ**—সেই; **ইতি প্রোক্তঃ**—এইভাবে বলা হয়; **সংস্থা**—স্থিতি; **অবয়ববান্**—অবয়বযুক্ত; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

যাঁর উদর থেকে পদ্ম নাল প্রাদুর্ভূত হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি তাঁর ক্ষমতা এবং পরিমিতি অনসারে বিরাট শরীরযুক্ত হন, তাহলে তাঁর সেই শরীর এবং সাধারণ জীবের শরীরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অবগত হওয়ার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের কাছে কিরকম বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করছেন তা লক্ষ্যণীয়। পূর্বে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান কারণোদক্‌শায়ী বিষ্ণুর মতো বিরাট শরীর ধারণ করেন, যাঁর লোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উদ্ভূত হয়। গর্ভোদক্‌শায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে এক পদ্ম নির্গত হয় যার নালে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকসমূহ অবস্থিত, এবং তার শীর্ষে পদ্মফুলটি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। জড় জগতের

সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর ভগবান নিঃসন্দেহে এক বিরাট শরীর ধারণ করেন, এবং জীবেরাও তাদের প্রয়োজন অনুসারে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করে। যেমন, একটি হস্তী তার প্রয়োজন অনুসারে এক বিরাট দেহ প্রাপ্ত হয়, আর একটি পিপীলিকা তার প্রয়োজন অনুসারে একটি ক্ষুদ্র দেহ প্রাপ্ত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও যদি ব্রহ্মাণ্ডের লোকসমূহ ধারণ করার জন্য এক বিরাট শরীর ধারণ করেন, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে জীবের দেহ ধারণ এবং ভগবানের দেহ ধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জীব এবং ভগবানের পার্থক্য কেবল দেহের আয়তন অনুসারে নয়। অতএব তার উত্তর নির্ভর করে সাধারণ জীবের দেহের সঙ্গে ভগবানের দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের উপর।

শ্লোক ৯

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৯ ॥

অজঃ—কোন জড় উৎস থেকে যাঁর জন্ম হয়নি; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—জড় দেহধারী প্রাণীসমূহের; **ভূতাত্মা**—জড় শরীর সংশ্বিত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে; **দদৃশে**—দর্শন করতে পারে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **তৎ-রূপম্**—তাঁর দেহের রূপ; **নাভি**—নাভি; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভূত হয়েছে।

অনুবাদ

যাঁর জন্ম কোন জড় উৎস থেকে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল থেকে হয়েছে এবং সেই সূত্রে যিনি জন্মরহিত, সেই ব্রহ্মা জড় জগতের সমস্ত প্রাণীসমূহের স্রষ্টা। ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মাকে বলা হয় অজ, কেননা মাতৃগর্ভে তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি ভগবানের নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত একটি কমলে সরাসরিভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভগবানের শরীর এবং ব্রহ্মার শরীর এক অথবা ভিন্ন কিনা তা সহজে বোঝা যায় না। তবে তা স্পষ্টভাবে বোঝা অবশ্য কর্তব্য। একটি বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে ব্রহ্মা সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কেননা তাঁর জন্মের পর কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মা যে রূপ দর্শন করেছিলেন, সেই রূপটি ব্রহ্মার রূপের সঙ্গে গুণগতভাবে এক কিনা তা একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—ও; **অপি**—তিনি যেমন; **যত্র**—যেখানে; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব**—জড় জগৎ; **স্থিতি**—পালন; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ঃ**—বিনাশ; **মুক্তা**—স্পর্শ না করে; **আত্মমায়াম্**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **মায়েশঃ**—সমস্ত শক্তির ঈশ্বর; **শেতে**—শয়ন করেন; **সর্বগুহাশয়ঃ**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

অনুবাদ

কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ দর্শন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে চিন্ময়, তা না হলে তিনি কিভাবে কেবলমাত্র তাঁর ঈক্ষণের দ্বারা মায়াশক্তির স্পর্শ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছিলেন? সেই পুরুষই আবার সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সেই সম্বন্ধেও যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শ্লোক ১১

পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্বকল্পিতাঃ।
লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥ ১১ ॥

পুরুষ—ভগবানের বিশ্বরূপ (বিরাট পুরুষ); **অবয়বৈঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **সপালাঃ**—পালকগণসহ; **পূর্ব**—পূর্বে; **কল্পিতাঃ**—আলোচিত হয়েছে; **লোকৈঃ**—বিভিন্ন লোকের দ্বারা; **অমুষ্য**—তাঁর; **অবয়বাঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **সপালৈঃ**—পালকগণসহ; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমি শ্রবণ করেছি।

অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক তাদের পালকগণসহ বিরাট পুরুষের বিরাট শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত। আমি এও শুনেছি যে বিভিন্ন ভুবন হচ্ছে বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর। কিন্তু তাদের প্রকৃত স্থিতি কি? দয়া করে আপনি কি তা বিশ্লেষণ করবেন?

শ্লোক ১২

যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে।
ভূতভব্যভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানং চ যৎ সতঃ ॥ ১২ ॥

যাবান্—যেমন ; **কল্পঃ**—সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যবর্তী কাল ; **বিকল্পঃ**—গৌণ সৃষ্টি এবং প্রলয় ; **বা**—অথবা ; **যথা**—যেমন ; **কালঃ**—সময় ; **অনুমীয়তে**—মাপা যায় ; **ভূত**—অতীত ; **ভব্য**—ভবিষ্যৎ ; **ভবৎ**—বর্তমান ; **শব্দ**—শব্দ ; **আয়ুঃ**—জীবের অবধি ; **মানম্**—মাপ ; **চ**—ও ; **যৎ**—যা ; **সতঃ**—সমস্ত লোকের সমস্ত জীবদের।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অন্তর্বর্তী কাল (কল্প), গৌণ সৃষ্টি (বিকল্প) এবং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শব্দের দ্বারাসূচিত কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। দেবতা, মানুষ ইত্যাদি নামে পরিচিত বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবের আয়ুর কাল এবং পরিমিতি সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের এই বিভিন্ন রূপ ব্রহ্মাণ্ড এবং বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবসমূহ সমন্বিত সমস্ত সামগ্রীর আয়ুষ্কাল সূচনা করে।

শ্লোক ১৩

কালস্যানুগতির্যা তু লক্ষ্যতেঽণ্বীবৃহত্যপি।
যাবত্যঃ কর্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ॥ ১৩ ॥

কালস্য—নিত্যকালের ; **অনুগতিঃ**—গুরু ; **যা তু**—তারা যেমন ; **লক্ষ্যতে**— অনুভূত হয় ; **অণ্বী**—ক্ষুদ্র ; **বৃহতি**—বৃহৎ ; **অপি**—ও ; **যাবত্যঃ**—যতক্ষণ ; **কর্ম- গতয়ঃ**—কর্ম অনুসারে ; **যাদৃশীঃ**—যেমন ; **দ্বিজ-সত্তম**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি কালের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পরিমিতির কারণ এবং কর্ম অনুসারে কালের কিভাবে সূচনা হয়, তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ১৪

যস্মিন্ কর্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে।
গুণানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্ ॥ ১৪ ॥

যস্মিন্—যাতে ; **কর্ম**—কর্ম ; **সমাবায়ঃ**—সমন্বয় ; **যথা**—যতদূর ; **যেন**—যার দ্বারা ; **উপগৃহ্যতে**—গ্রহণ করে ; **গুণানাম্**—জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ; **গুণিনাম্**—গুণের ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **পরিণামম্**—ফলস্বরূপ ; **অভীপ্সতাম্**—বাসনা অনুসারে।

অনুবাদ

কিভাবে বিভিন্ন গুণ থেকে উৎপন্ন ফলের এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীব দেবতা থেকে অত্যন্ত নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত উন্নীত হয় অথবা অধঃপতিত হয়, সেই সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের সমস্ত কার্যের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অণু রূপে অথবা বিরাটরূপে সঞ্চিত হয় এবং সেই অনুপাতে সে কর্মের ফল প্রকাশিত হয়। কিভাবে সেই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার বিভিন্ন পদ্ধতি, কি অনুপাতে তা ক্রিয়া করে, মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের সেইগুলি হচ্ছে বিষয় বস্তু।

স্বর্গলোক নামক উচ্চতর লোকে অন্তরীক্ষযানের সাহায্যে যাওয়া যায় না (যে-চেষ্টা আজকাল অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা করছে)। পক্ষান্তরে সেখানে যাওয়ার প্রকৃত উপায় হচ্ছে সত্ত্বগুণে কর্ম করা।

আমাদের এই গ্রহেও যে সমস্ত দেশগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, সেখানে বিদেশীদের প্রবেশ করার ব্যাপারে নানারকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন, অনুন্নত দেশগুলির নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার ব্যাপারে মার্কিন সরকার নানারকম প্রতিবন্ধকতা জারি করেছে। তার কারণ হচ্ছে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি, তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা সেই দেশের সমৃদ্ধিতে ভাগ বসাতে দিতে চায় না। তেমনই অন্যান্য যে সমস্ত গ্রহে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীবেরা বাস করে, তাদের মনোভাবও এইরকম। উচ্চতর গ্রহের অধিবাসীরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং চন্দ্র, সূর্য, শুক্র আদি গ্রহে যারা প্রবেশ করতে চায় তাদের অবশ্যই সত্ত্বগুণে কার্যকলাপ করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন সত্ত্বগুণে কর্মের অনুপাতের উপর আধারিত, যার ফলে এই গ্রহের মানুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতম প্রদেশে উন্নীত হতে পারে।

আমাদের এই জগতেও, সৎ কর্ম করার মাধ্যমে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করলে সমাজে উন্নত পদ লাভ করা যায় না। উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করে কেউই জোর করে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করতে পারে না। তেমনই, এই জীবনে সৎ কর্ম করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন না করে কেউই উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না।

যারা রজো এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতর লোকে প্রবেশ করার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার (৯/২৫) বর্ণনা অনুসারে যারা উচ্চতর স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করছে, তারা সেখানে যেতে পারে; তেমনই, যারা পিতৃলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা পিতৃলোকে যেতে পারে; তেমনই যারা এই পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করছে তারাও তা করতে পারে; আর যারা তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায় তারাও সেই ফল লাভ করতে পারে। সত্ত্বগুণে সম্পন্ন বিভিন্ন কার্যকলাপ হচ্ছে ভক্তিযুক্ত পুণ্য কর্ম, ভক্তিযুক্ত জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তিযুক্ত যোগ এবং (চরমে) গুণাতীত শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তি জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তাকে বলা হয় পরা-ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে উন্নীত হওয়া যায়। এই ভগবদ্ধাম কাল্পনিক নয়, তা চন্দ্র-সূর্যের মতোই বাস্তব। ভগবান এবং তাঁর ধাম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে হলে অবশ্যই অপ্রাকৃত গুণাবলী অর্জন করতে হয়।

শ্লোক ১৫

ভূপাতালককুব্ব্যোমগ্রহনক্ষত্রভূভৃতাম্ ।
সরিৎসমুদ্রদ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ॥ ১৫ ॥

ভূ-পাতাল—ভূমির নীচে; **ককুপ্**—স্বর্গের চারিদিক; **ব্যোম**—আকাশ; **গ্রহ**—গ্রহ; **নক্ষত্র**—তারকা; **ভূভৃতাম্**—পর্বতের; **সরিৎ**—নদী; **সমুদ্র**—সাগর; **দ্বীপানাম্**—দ্বীপসমূহের; **সম্ভবঃ**—উৎপত্তি; **চ**—ও; **এতৎ**—তাদের; **ওকসাম্**—অধিবাসীদের।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন ভূমি, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এবং সেই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত প্রাণীরা বাস করে তাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়।

তাৎপর্য

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা বিভিন্নভাবে অবস্থিত, এবং তারা সকলেই সর্বতোভাবে সমান নয়। স্থলচর প্রাণীরা জলচর অথবা খেচর প্রাণীদের থেকে ভিন্ন, এবং তেমনই বিভিন্ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে ভিন্ন। ভগবানের নিয়ম অনুসারে কোন স্থানই শূন্য নয়, তবে বিভিন্ন স্থানের প্রাণীরা অন্যান্য স্থানের প্রাণীদের থেকে ভিন্ন। এমনকি মানব সমাজেও জঙ্গল অথবা মরুভূমির অধিবাসীরা গ্রাম ও নগরের অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন। প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে তারা এইভাবে নির্মিত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মের এই আয়োজন অন্ধ নয়। এই আয়োজনের পিছনে এক

বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন প্রামাণিকভাবে যথাযথ উপলব্ধির মাধ্যমে সেই সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করেন।

শ্লোক ১৬

প্রমাণমণ্ডকোশস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
মহতাং চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রমাণম্—বিস্তার এবং মাপ; **অণ্ডকোশস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **বাহ্য**—বাহিরের; **অভ্যন্তর**—ভিতরে; **ভেদতঃ**—ভেদক্রমে; **মহতাম্**—মহাত্মাদের; **চ**—ও; **অনুচরিতম্**—চরিত্র এবং কার্যকলাপ; **বর্ণ**—জাতি; **আশ্রম**—জীবনের চারটি আশ্রম; **বিনিশ্চয়ঃ**—বিশেষভাবে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহাত্মাদের চরিত্র এবং যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট হয়, তাও কৃপা করে বলুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলক্ষণ ভক্ত, এবং তাই তিনি ভগবানের সৃষ্টির পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে উৎসুক। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে কি রয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। যারা জ্ঞানের প্রকৃত অনুসন্ধানী তাদের এই সমস্ত বিষয় জানা উচিত। যারা মনে করে যে ভগবদ্ভক্তেরা তাদের আবেগ নিয়েই সন্তুষ্ট, তাদের মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা যথাযথ জ্ঞান লাভের ব্যাপারে কত আগ্রহী। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কি রয়েছে তাই জানতে অক্ষম, অতএব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কি রয়েছে সে সম্বন্ধে জানার তো কোন কথাই নেই।

পরীক্ষিৎ মহারাজ কেবল জড়জাগতিক জ্ঞান লাভ করেই সন্তুষ্ট নন। তিনি মহাত্মা, ভগবদ্ভক্তদের চরিত্র সম্বন্ধেও জানতে ইচ্ছুক। ভগবানের মহিমা এবং ভক্তের মহিমা সম্মিলিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়বস্তু। মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রের মাধুর্যে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ কতটা মাটি খেয়েছেন তা দেখবার জন্য তাঁর মুখের ভিতর দেখতে চান, তখন তিনি তাঁর মুখের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তেরা ভগবানের মুখের ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পারেন।

ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত হয় সে সম্বন্ধেও পরীক্ষিৎ মহারাজ জানতে চেয়েছেন। সমাজের চারটি বর্ণ ঠিক দেহের চারটি অঙ্গের মতো। দেহে অঙ্গগুলি দেহ থেকে

অভিন্ন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সেগুলি কেবল অংশ। চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার এইটি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। মানব সমাজের এই বিজ্ঞানসম্মত বিভাগের মূল্য নিরূপিত হয় ভগবদ্ভক্তির আনুপাতিক বিকাশের দ্বারা। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ। তারা সকলেই সরকারি কর্মচারী, কিন্তু তারা কেউই এককভাবে সরকার নয়। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্রে সমস্ত জীবের স্থিতিও ঠিক এইরকম। কেউই কৃত্রিমভাবে ভগবানের পদ দাবী করতে পারে না, পক্ষান্তরে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পূর্ণের সেবা করা।

শ্লোক ১৭

যুগানি যুগমানং চ ধর্মো যশ্চ যুগে যুগে।
অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্যতমং হরেঃ ॥ ১৭ ॥

যুগানি—বিভিন্ন যুগ; **যুগমানম্**—প্রতি যুগের পরিমাণ; **চ**—ও; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যঃ চ**—এবং যা; **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে; **অবতার**—অবতার; **অনুচরিতম্**—অবতারদের কার্যকলাপ; **যৎ**—যা; **আশ্চর্যতমম্**—সবচাইতে আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

বিভিন্ন যুগ, তাদের পরিণাম, যুগধর্মসমূহ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির যুগাবতারদের অতি আশ্চর্য কার্যকলাপ আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সমস্ত অবতারেরা তাঁর থেকে উদ্ভূত, যদিও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাজ্ঞানী মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর কাছে ভগবানের এই সব অবতারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন যাতে প্রামাণিক শাস্ত্রে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর অবতারদের তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ সাধারণ মানুষদের বিচার ধারায় প্রভাবিত হয়ে ভগবানের অবতার স্বীকার করার মতো মানুষ ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের মাধ্যমে এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যের বর্ণনার ভিত্তিতে ভগবানের অবতারদের স্বীকার করতে চেয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিরদ্বারা অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপও অসাধারণ। ভগবানের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সকলেরই জেনে রাখা উচিত ভগবানের কার্যকলাপ এবং ভগবান স্বয়ং অদ্বয় তত্ত্ব হওয়ার ফলে পরস্পর থেকে অভিন্ন। তাই ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করা এবং সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর সরাসরিভাবে

ভগবানের সাথে সঙ্গ করার ফলে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বখণ্ডে আমরা সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

শ্লোক ১৮

নৃণাং সাধারণো ধর্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাং চ ধর্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্ ॥ ১৮ ॥

নৃণাম্—মানব সমাজের; **সাধারণঃ**—সাধারণ; **ধর্মঃ**—ধর্ম বিশ্বাস; **সবিশেষঃ**—বিশেষভাবে; **চ**—ও; **যাদৃশঃ**—যেমন; **শ্রেণীনাম্**—তিনটি বিশেষ বর্ণের; **রাজর্ষীণাম্**—রাজর্ষিদের; **চ**—ও; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কৃচ্ছ্রেষু**—কষ্টকর পরিস্থিতিতে; **জীবতাম্**—জীবের।

অনুবাদ

কৃপা করে এও বলুন যে মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম কি, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্তব্য কি, বর্ণাশ্রম ধর্ম কি, রাজর্ষিদের ধর্ম কি, এবং বিপদাপন্ন মানুষদের ধর্ম কি।

তাৎপর্য

জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই ধর্ম হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। এমনকি পশুরাও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারে, এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত বজরংজী বা হনুমান। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত কর্তৃক পরিচালিত হলে আদিবাসী অথবা নরখাদকেরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে। স্কন্ধ-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে শ্রীনারদ মুনির প্রভাবে জঙ্গলের শিকারী ব্যাধ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব ভগবদ্ভক্তি প্রতিটি জীবই সমভাবে লাভ করতে পারে।

বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে যে ধর্মবিশ্বাস তা অবশ্যই মানুষের সাধারণ ধর্ম নয়, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে ধর্মের মূলতত্ত্ব। কোন ধর্ম যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার নাও করে, তবুও সেই ধর্মের অনুগামীদের বিশেষ ধর্মনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলো পালন করতে হয়। এই প্রকার ধর্মনেতারা কখনোই সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নন, কেননা কোন না কোন তপস্যা করার মাধ্যমে এই সমস্ত নেতারা তাঁদের নেতৃত্বের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে কখনো নেতা হওয়ার জন্য কোনরকম নিয়মানুবর্তিতা বা তপশ্চর্যা পালন করতে হয় না, যা আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের মাধ্যমে দর্শন করি।

জীবিকা-নির্বাহের নিয়ম অনুসারে, সমাজের বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্যও ভগবদ্ভক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে সমস্ত কর্মের ফল ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা।

যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন তাঁদের কখনো কোনরকম অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারে না, এবং তাই তাঁদের পক্ষে *আপদ-ধর্ম* বা বিপদকালীন ধর্ম অনুশীলনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেই বিষয়ে এই গ্রন্থে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত হবে, এবং তা হল ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য আর কোন ধর্ম নেই, যদিও তা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে।

শ্লোক ১৯

তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্।
পুরুষারাধনবিধির্যোগস্যাধ্যাত্মিকস্য চ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বানাম্—সৃষ্টির উপাদান সমূহ; **পরিসংখ্যানম্**—এই সমস্ত উপাদানের সংখ্যা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **হেতুলক্ষণম্**—কারণের লক্ষণসমূহ; **পুরুষ**—ভগবানের; **আরাধন**—ভক্তির; **বিধিঃ**—বিধি-নিষেধ; **যোগস্য**—যোগ পদ্ধতির; **অধ্যাত্মিকস্য**—ভক্তিমার্গে পরিচালিত করে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পন্থা; **চ**—ও।

অনুবাদ

সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ এবং তাদের সংখ্যা, তাদের কারণ এবং তাদের লক্ষণ, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধিও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২০

যোগেশ্বরৈর্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্।
বেদোপবেদধর্মানামিতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ২০ ॥

যোগ-ঈশ্বর—যোগশক্তির ঈশ্বর; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **গতিঃ**—প্রগতি; **লিঙ্গ**—সূক্ষ্ম শরীর; **ভঙ্গ**—বিচ্ছিন্ন; **তু**—কিন্তু; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **বেদ**—দিব্য জ্ঞান; **উপবেদ**—বেদের অনুগামী জ্ঞান; **ধর্মানাম্**—ধর্মসমূহের; **ইতিহাস**—ইতিহাস; **পুরাণয়োঃ**—পুরাণসমূহের।

অনুবাদ

মহান যোগীদের ঐশ্বর্য কি এবং তাঁদের চরম উপলব্ধি কি ?সিদ্ধ যোগী কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন ? ইতিহাস পুরাণ আদি শাখা সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত জ্ঞান কি ?

তাৎপর্য

যোগেশ্বর বা সিদ্ধযোগীরা আট প্রকার যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। সেগুলি হচ্ছে পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র হওয়ার ক্ষমতা, পালকের থেকেও হালকা হওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা

অনুসারে যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষমতা, ইচ্ছা অনুসারে সর্বত্র ভ্রমণ করার ক্ষমতা, এমনকি অন্তরীক্ষে গ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এই প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অনেক যোগেশ্বর রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব শ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তিনি সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত এইপ্রকার অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তেরা প্রত্যক্ষভাবে এই যোগের পন্থা অনুশীলন করেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কৃপায় দুর্বাসা মুনির মতো মহান যোগেশ্বরকেও পরাজিত করতে পারেন। এক সময় মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁর প্রতি যোগবল প্রয়োগ করতে চান। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই ভগবান তাঁকে দুর্বাসার ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে দুর্বাসাকে মহারাজ অম্বরীষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

তেমনই কৌরবেরা যখন রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা করেছিল, তখন ভগবান অন্তহীন বস্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, যদিও দ্রৌপদীর কোনরকম যোগশক্তি ছিল না। ভগবানের ভক্তেরা তাই ভগবানের অন্তহীন শক্তির প্রভাবে যোগেশ্বর, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পিতার শক্তিতে শক্তিমান। তাঁরা কোন কৃত্রিম উপায়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাঁদের পিতামাতার কৃপার প্রভাবে তাঁরা সর্বদা রক্ষিত হন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামীর কাছে এই প্রকার মহান যোগীদের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, এবং এও জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা কি তাঁদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমে এই প্রকার অসাধারণ শক্তি প্রাপ্ত হন, না কি ভগবানের কৃপার প্রভাবে প্রাপ্ত হন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে তাঁরা তাঁদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন বৈদিক জ্ঞানের তাৎপর্য কি। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা এবং তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২১

সংপ্লবঃ সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ ॥ ২১ ॥

সংপ্লবঃ—সম্যক্ সাধনা বা পূর্ণ বিনাশ; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **বিক্রমঃ**—বিশেষ শক্তির অবস্থা; **প্রতিসংক্রমঃ**—চরম বিনাশ; **ইষ্টা**—বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান; **পূর্তস্য**—ধর্মানুসারী পবিত্র কর্ম; **কাম্যানাম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের বিধি; **ত্রিবর্গস্য**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি বর্গ; **চ**—ও; **যঃ**—যা কিছু; **বিধিঃ**—বিধি।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বলুন জীবের উৎপত্তি কিভাবে হয়, কিভাবে তাদের পালন হয় এবং কিভাবে তাদের সংহার হয়। ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় কি কি। বৈদিক বিধি এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ কি, এবং ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের সাধনের বিধি কি ?

তাৎপর্য

সংপ্লবঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ সাধনা' এবং এই শব্দটি ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়, আর *প্রতিসংপ্লবঃ* শব্দটি তার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যা ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। যিনি দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তির মার্গে অবস্থিত, তিনি অনায়াসে জীবনের কার্যসমূহ সম্পাদন করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের অবস্থা একটি ক্ষুদ্র নৌকা নিয়ে বিশাল সমুদ্রে পাড়ি দেবার মতো। মানুষকে তখন সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়, এবং যে কোন মুহূর্তে সমুদ্রের স্বল্প বিক্ষেপের ফলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবহাওয়া যদি ভাল থাকে তা হলে নৌকাটি নির্বিঘ্নে চলতে থাকে, কিন্তু যদি ঝড়-ঝঞ্ঝা, কুয়াশা, বায়ু অথবা বর্ষার প্রাদুর্ভাব ঘটলে সমুদ্র গর্ভে নৌকাটি ডুবে যেতে পারে। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক এবং জড়জাগতিক দিক দিয়ে যতই সুসজ্জিত হোক সমুদ্রের তরঙ্গকে সে কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যারা জাহাজে করে সমুদ্র-পাড়ি দিয়েছে, সমুদ্রের কৃপার উপর যে কিভাবে নির্ভর করতে হয় সে অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। আর এই সংসাররূপী সমুদ্র যদিও দুস্তর, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবে তা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। যদি বদ্ধ জীবনে কোন দুর্ভাগ্যজনক বিপদ দেখা দেয়, তখন কেউই সাহায্য করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু অনায়াসে এই ভব-সমুদ্র পার হন, কেননা ভগবান সর্বদা শুদ্ধ ভক্তকে রক্ষা করেন (ভঃ *গীঃ* ৯/১৩)। ভগবান তাঁর ভক্তের বদ্ধ জীবনের কার্যকলাপের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন (ভঃ *গীঃ* ৯/২৯)। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বতোভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হওয়া।

তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে যেভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, সেইভাবে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে ভক্তির অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে জীবন ধারণের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। মানুষের দেহ ধারণের জন্য শাক্‌সব্জি এবং দুধই যথেষ্ট, তাই জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্য কোন কিছু আহার করার প্রয়োজন নেই। জড় জগতে গর্বোদ্ধত হওয়ার জন্য ধন সঞ্চয়েরও কোন প্রয়োজন নেই। সৎ উপায়ে এবং সরলভাবে জীবিকা উপার্জন করা উচিত, কেননা অসৎ উপায়ে সমাজে ধনী হওয়ার থেকে সৎভাবে জীবন যাপনকারী

কুলী হওয়াও শ্রেয়। সৎ উপায়ে কেউ যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু কখনোই ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য সততা ত্যাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বাজে কথা বলা উচিত নয় বা প্রজল্প করা উচিত নয়।

ভক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপালাভ করা। তাই ভগবানের অতি অদ্ভুত সৃষ্টিতে ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। ভগবানের সৃষ্টিকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করার মাধ্যমে ভগবানের অবমাননা করা ভক্তের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। এই জগৎ মিথ্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন ধারণের জন্য এই জগৎ থেকে কত কিছু গ্রহণ করতে হয়, তা হলে কিভাবে আমরা বলতে পারি যে এই জগৎ মিথ্যা? তেমনই, আমরা কিভাবে মনে করতে পারি যে ভগবান নিরাকার? যিনি পূর্ণ চেতন এবং পূর্ণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তাঁর পক্ষে নিরাকার হওয়া কিভাবে সম্ভব?

এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের জানার অনেক কিছু রয়েছে, এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যথাযথভাবে সেগুলি জানা উচিত।

ভক্তির অনুকূল অবস্থা হচ্ছে ভগবানের সেবার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান চেয়েছেন যে ভগবদ্ভক্তি যেন পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি প্রান্তে প্রচারিত হয়, এবং তাই শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের এই নির্দেশ যতদূর সম্ভব পালন করা। কেবল ভগবদ্ভক্তির দৈনন্দিন বিধি অনুশীলনের ব্যাপারেই ভক্তের উৎসাহ থাকা উচিত নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করাও তাদের প্রথম কর্তব্য। তাঁর সেই প্রচেষ্টায় তিনি যদি আপাতদৃষ্টিতে সফল নাও হন, তবুও সেই কর্তব্য থেকে তাঁর বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাফল্য এবং নৈরাশ্য উভয় ক্ষেত্রেই উদাসীন, কেননা তিনি হচ্ছেন রণক্ষেত্রের সৈনিক। ভগবদ্ভক্তি প্রচার জড় জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো। বিভিন্ন প্রকার জড়বাদী রয়েছে, যেমন সকাম কর্মী, মনোধর্মী জ্ঞানী, সিদ্ধিকামী যোগী ইত্যাদি। তারা সকলেই ভগবদ্বিদ্বেষী। তারা ঘোষণা করে যে তারাই হচ্ছে ভগবান, যদিও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি কার্যকলাপেই তারা ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাই ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই সমস্ত নাস্তিকদের সঙ্গে সঙ্গ করেন না। নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত কখনো এই প্রকার অভক্ত নাস্তিকদের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। কনিষ্ঠ ভক্তদের তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। ভক্তের কর্তব্য কেবল আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ না করে সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। সর্বদা দেখা উচিত সদ্‌গুরুর নির্দেশে কতখানি ভক্তি সম্পাদন হচ্ছে, আচার-অনুষ্ঠান নয়।

ভক্তের কখনো কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানের কৃপায় স্বাভাবিকভাবে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেটিই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর পরিচালনায় সেই উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে

সহজেই অবগত হওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন, এবং সকলেরই তার সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বৈদিক অনুষ্ঠানের বিধি এবং পুরাণ ও মহাভারত আদি বেদানুগ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের বিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে মহাভারত হচ্ছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, এবং পুরাণসমূহও তাই। বেদানুগ শাস্ত্রে (স্মৃতিতে) পুণ্য কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশগুলি হল জনসাধারণের জল সরবরাহের জন্য পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করা, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করা, দরিদ্রদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য দানছত্র স্থাপন করা ইত্যাদি এবং এই ধরনের কর্মগুলিকে বলা হয় পূর্ত।

তেমনই মহারাজ পরীক্ষিৎ সকলের লাভের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে স্বাভাবিক প্রবণতা চরিতার্থ করার পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২২

যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ।
আত্মনো বন্ধমোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—সেই সমস্ত ; **বা**—অথবা ; **অনুশায়িনাম্**—ভগবানের শরীরে লীন ; **সর্গঃ**— সৃষ্টি ; **পাষণ্ডস্য**—পাষণ্ডদের ; **চ**—এবং ; **সম্ভবঃ**—উৎপত্তি ; **আত্মনঃ**—জীবসমূহের ; **বন্ধ**—বন্ধন ; **মোক্ষৌ**—মুক্তি ; চ—ও ; **ব্যবস্থানম্**—অবস্থিতি ; **স্বরূপতঃ**—বন্ধন মুক্ত অবস্থায়।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন ভগবানের শরীরে লীনপ্রাপ্ত জীবাদির সৃষ্টি হয় কিভাবে, পাষণ্ডীদের উৎপত্তি হয় কিভাবে, এবং জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ কি এবং তার স্বরূপে সে কিভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

প্রগতিশীল ভগবদ্ভক্তের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে প্রশ্ন করা কিভাবে প্রলয়ের সময় জীবেরা ভগবানের দেহে লীন হয়ে যায় এবং সৃষ্টির সময় আবার কিভাবে ফিরে আসে। জীব দুই প্রকার—নিত্য মুক্ত এবং নিত্য বদ্ধ। নিত্য বদ্ধ জীবেরাও আবার দুই প্রকার। তারা হচ্ছে অনুগত এবং পাষণ্ড। অনুগতরাও আবার দুই প্রকার। যথা ভক্ত এবং মনোধর্মী জ্ঞানী। জ্ঞানীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায় অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায়

রেখে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। যে সমস্ত ভক্তেরা পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ হতে পারেনি, তারা এবং জ্ঞানী দার্শনিকেরা পরবর্তী সৃষ্টিতে পুনরায় বদ্ধ অবস্থা লাভ করে, যাতে তারা শুদ্ধ হতে পারে। এই প্রকার বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রগতি লাভ করে মুক্ত হয়। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন সদ্‌গুরুর কাছে এই সমস্ত প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২৩

যথাত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া ।
বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন ; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বিক্রীড়তি**—তাঁর লীলা উপভোগ করেন ; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করেন ; **বা**—ও ; **যথা**—তাঁর বাসনা অনুসারে ; **মায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তি ; **উদাস্তে**—থাকেন ; **সাক্ষিবৎ**—ঠিক একজন সাক্ষীর মতো ; **বিভুঃ**—সর্ব শক্তিমান।

অনুবাদ

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর লীলা আস্বাদন করেন, এবং প্রলয়ের সময় তিনি সে সমস্ত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে এবং সমস্ত অবতারদের উৎস হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণই কেবল একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করে তাঁর লীলাবিলাস করেন এবং প্রলয়ের সময় তাদের বহিরঙ্গা শক্তিতে প্রদান করেন। তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রভাবেই কেবল তিনি মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালেই পুতনার মতো একজন ভয়ঙ্কর রাক্ষসীকে সংহার করেছিলেন। তিনি যখন এই জগৎ পরিত্যাগ করার সংকল্প করেন, তখন তিনি তাঁর নিজের বংশের (যদুকুলে) সদস্যদের সংহার লীলা সম্পাদন করেন এবং এই প্রকার বিনাশের দ্বারা স্বয়ং অপ্রভাবিত থাকেন। যদিও তিনি সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু তথাপি তাঁর কৃত্য কিছুই নেই। তিনি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে চেয়েছিলেন, কেননা শুদ্ধ ভক্তের সবকিছু ভালভাবে জানা উচিত।

শ্লোক ২৪

সর্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতো মেঽনুপূর্বশঃ।
তত্ত্বতোহর্হস্যুদাহর্তুং প্রপন্নায় মহামুনে ॥ ২৪ ॥

সর্বম্—এই সমস্ত; **এতৎ**—প্রশ্ন; **চ**—যা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনি; **ভগবন্**—হে মহান ঋষি; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসুর; **মে**—আমি; **অনুপূর্বশঃ**—শুরু থেকে; **তত্ত্বতঃ**—সত্য অনুসারে; **অর্হসি**—কৃপাপূর্বক বিশ্লেষণ করুন; **উদাহর্তুম্**—যেভাবে আপনি জানাবেন; **প্রপন্নায়**—শরণাগত; **মহামুনে**—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হে মহামুনি, আমি প্রথম থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি এবং যে সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করতে পারিনি, কৃপাপূর্বক আপনি যথাযথভাবে সে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করুন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন।

তাৎপর্য

গুরুদেব সর্বদাই শিষ্যকে জ্ঞান প্রদান করতে প্রস্তুত, বিশেষ করে শিষ্য যখন এই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক। পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধনে উৎসুক শিষ্যের অনুসন্ধিৎসু হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি পূর্ণরূপে আগ্রহী। আত্ম-উপলব্ধির ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী না হলে কেবল শিষ্য হওয়ার অভিনয় করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কেবল সেগুলি সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসু নন, যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করতে পারেননি সেই সম্বন্ধেও তিনি জানতে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে গুরুদেবের কাছে সবকিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়, কিন্তু সদ্‌গুরুদেব শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাকে সর্বতোভাবে জ্ঞান দান করতে সক্ষম।

শ্লোক ২৫

অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ।
অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্বেষাং পূর্বজৈঃ কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **হি**—অবশ্যই; **ভবান্**—আপনি; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা; **যথা**—যেমন; **আত্মভূঃ**—সরাসরিভাবে ভগবান থেকে যাঁর জন্ম হয়েছে; **অপরে**—অন্যেরা; **চ**—কেবল; **অনুতিষ্ঠন্তি**—কেবল অনুসরণ করার জন্য; **পূর্বেষাম্**—প্রথা অনুসারে; **পূর্বজৈঃ**—পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা যে জ্ঞান অনুমোদন করেছেন; **কৃতম্**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! আত্মযোনি ব্রহ্মার মতো আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই জগতে অন্যান্য সকলে পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের আচরিত বিষয়েরই অনুসরণ করেন।

তাৎপর্য

এখানে হয়ত প্রশ্ন হতে পারে যে পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে শুকদেব গোস্বামীই কেবল একমাত্র তত্ত্ববেত্তা নন, কেননা অন্যান্য বহু ঋষি এবং তাঁদের অনুগামীরাও রয়েছেন। ব্যাসদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর পূর্বে গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল এবং অষ্টাবক্র আদি বহু মহান ঋষি রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই তাঁদের দর্শন প্রদান করেছেন। পতঞ্জলিও তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু এই সমস্ত মহান ঋষিরাও আধুনিক দার্শনিক এবং মনোধর্মীদের মতো তাঁদের নিজ নিজ মত প্রদান করেছেন। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত বিখ্যাত ঋষি কর্তৃক প্রদত্ত ছয়টি দার্শনিক পন্থা ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শুকদেব গোস্বামীর দর্শনের পার্থক্য হচ্ছে যে ছয়জন মহর্ষি তাঁদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী যে জ্ঞান দান করেছেন তা *আত্মভূঃ* ব্রহ্মার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অপ্রাকৃত বৈদিক জ্ঞান সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অবতরণ করে। তাঁর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা এই জ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মা সেই জ্ঞান দান করেন নারদকে এবং নারদমুনি ব্যাসদেবকে তা দান করেন। শুকদেব গোস্বামী এই দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় লব্ধ এই জ্ঞান সর্বতোভাবে পূর্ণ। গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় এইভাবে এই জ্ঞান লাভ না করলে আদর্শ গুরু হওয়া যায় না। দিব্য জ্ঞান লাভ করার এইটি হচ্ছে রহস্য।

যে ছয়জন মহর্ষির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা মহান চিন্তাশীল হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান পূর্ণ নয়। কোন দার্শনিক তাঁর দর্শনগত মতামত বা তত্ত্ব উপস্থাপনায় যতই দক্ষ হন তা কখনই পূর্ণ নয়; কেননা তা ত্রুটিপূর্ণ মনোপ্রসূত। এই সমস্ত মহান ঋষিদেরও পরম্পরা রয়েছে, কিন্তু তা প্রামাণিক নয়। কেননা সেই জ্ঞান স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ থেকে সরাসরিভাবে আসছে না। নারায়ণ ব্যতীত কেউই স্বতন্ত্র হতে পারে না; তাই কারও জ্ঞানই পূর্ণ নয়, কেননা সকলের জ্ঞানই তাদের চঞ্চল মনের উপর আধারিত। মন জড় এবং তাই মনোধর্মী কাল্পনিকদের মতবাদ কখনো দিব্য নয় এবং পূর্ণ নয়। জড় দার্শনিকেরা স্বয়ং অপূর্ণ হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়,কেননা জড় দার্শনিকেরা যদি তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা না করতে পারে তা হলে তাদের দার্শনিক বলে গণ্য করা হয় না। পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এই প্রকার মনোধর্মীদের স্বীকৃতি দেন না, তা তিনি যতই মহান হোন। পক্ষান্তরে তাঁরা শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যের কাছে দিব্য জ্ঞান গ্রহণ

করেন, যিনি পরম্পরার ধারায় পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, যা বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভবগদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৬

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্নশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষম্ তদ্বাক্যাব্ধিবিনিঃসৃতম্ ॥ ২৬ ॥

ন—কখনোই না; **মে**—আমার; **অসবঃ**—জীবন; **পরায়ন্তি**—শেষ হয়ে যায়; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মজ্ঞানী; **অনশনাৎঅমী**—অনশনের ফলে; **পিবতঃ**—পান করার ফলে; **অচ্যুত**—যাঁর পতনের কোন সম্ভাবনা নেই; **পীযূষম্**—অমৃত; **তৎ**—আপনার; **বাক্যাব্ধি**—বাণীরূপী সমুদ্র; **বিনিঃসৃতম্**—প্রবাহিত হচ্ছে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! যেহেতু আমি আপনার বাণী-সমুদ্র থেকে প্রবাহিত অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত পান করেছি, তাই আমি অনশনজনিত কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস এবং শুকদেব গোস্বামী থেকে যে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা, তা অন্যান্য সমস্ত পরম্পরা থেকে বিশেষভাবে ভিন্ন। অন্যান্য মুনিদের থেকে যে পরম্পরা তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তা অচ্যুত ভগবানের বাণী বা অচ্যুত কথা সমন্বিত নয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা যুক্তি এবং তর্কের মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু এইপ্রকার যুক্তি এবং তর্ক অচ্যুত নয়, কেননা অধিক পারদর্শী জ্ঞানী তা খণ্ডন করতে পারেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ চঞ্চল মনের শুষ্ক ধারণার প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কথার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কেননা তিনি বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করার ফলে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়েছিল, যদিও তিনি আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবাস করছিলেন।

কেউ ইচ্ছা করলে মনোধর্মী জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রবণ করা সম্ভব হয় না। এই প্রকার নীরস কথা অচিরেই ক্লান্তিকর বোধ হয়, এবং সেই সমস্ত অর্থহীন জল্পনা-কল্পনার কথা শ্রবণ করে কেউই কখনো তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ভগবানের বাণী, বিশেষ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাপুরুষের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত বাণী কখনোই ক্লান্তিকর হয় না, যদিও অন্যান্য বিষয়ে ক্লান্তি বোধ হতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটি *অন্যত্র কুপিতাদ্ দ্বিজাৎ* রূপে লেখা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে সর্প দংশনে আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় রাজা বিহ্বল হয়ে থাকতে পারেন। সর্পও দ্বিজ, এবং তার ক্রোধ সৎ বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণবালকের অভিশাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যুভয়ে মোটেই ভীত ছিলেন না, কেননা তিনি ভগবানের বাণীর দ্বারা পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত ছিলেন। যিনি অচ্যুত-কথায় পূর্ণরূপে মগ্ন, তিনি কখনো এই পৃথিবীর কোন কিছুর দ্বারাই ভয়ভীত হন না।

শ্লোক ২৭

সূত উবাচ

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ।
ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥ ২৭ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (শুকদেব গোস্বামী); **উপামন্ত্রিতঃ**—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **কথায়াম্**—বিষয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **সৎপতেঃ**—পরম সত্যের; **ব্রহ্ম-রাতঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **বিষ্ণুরাতেন**—মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক; **সংসদি**—সভায়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে ভক্তসহ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতে আমন্ত্রিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তদের সঙ্গেই কেবল শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথভাবে আলোচনা করা যায়। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে (ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে) যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছিল, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবত, যা হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্নাতকোত্তর পাঠ, শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তদের মধ্যে আলোচিত হয়েছিল। তা না হলে সেই অমৃত যথাযথভাবে আস্বাদন করা যায় না। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণে আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করে ক্লান্ত হওয়া তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে তা শ্রবণের ফলে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়েছিল এবং তিনি তা শুনতে অধিক থেকে অধিকতর আগ্রহী হয়েছিলেন। মূর্খ ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ে অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে চায়, যদিও সেই বিষয়ে তাদের কোন অধিকার নেই। এই দুটি সর্বোত্তম বৈদিক শাস্ত্রে অভক্তদের হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত, এবং তাই

শঙ্করাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করার কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরে নির্বিশেষবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁর স্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করার চেষ্টা করেননি।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন (*ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* দ্রষ্টব্য), এবং তাই তিনি *ব্রহ্মরাত* নামে পরিচিত, এবং শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি *বিষ্ণুরাত* নামে পরিচিত। তাঁরা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদা তাঁদের রক্ষা করেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে দ্রষ্টব্য যে *ব্রহ্মরাতের* কাছ থেকে *বিষ্ণুরাতের* শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত এবং অন্য কারো কাছ থেকে তা শ্রবণ করা উচিত নয়, কেননা অন্যেরা এই দিব্য জ্ঞান ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করে এবং তার ফলে মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

শ্লোক ২৮

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৮ ॥

প্রাহ—তিনি বলেছিলেন; **ভাগবতম্**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **নাম**—নামক; **পুরাণম্**—পুরাণ; **ব্রহ্মসম্মিতম্**—বেদগর্ভ; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে; **ভগবৎপ্রোক্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক কথিত; **ব্রহ্মকল্পে**—যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল; **উপাগতে**—প্রারম্ভে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কল্পে ভগবান ব্রহ্মাকে যে বেদগর্ভ ভাগবত নামক পুরাণ বলেছিলেন, তা বলতে আরম্ভ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান। নির্বিশেষবাদীরা বেদগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের মহান তত্ত্ববিজ্ঞান না জেনে সব সময় ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করে। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান অবগত হতে হলে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তা না করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে গেলে ভগবানের চরণে মহা অপরাধ হয়। অভক্তদের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে মহা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই যারা ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাদের এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা কর্তব্য।

শ্লোক ২৯

যদ্ যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি।
আনুপূর্ব্যেণ তৎসর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২৯ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **পরীক্ষিৎ**—রাজা; **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ; **পাণ্ডূনাম্**—পাণ্ডু বংশের; **অনুপৃচ্ছতি**—জিজ্ঞাসা করতে থাকেন; **আনুপূর্ব্যেণ**—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত; **তৎ**—সেই সমস্ত; **সর্বম্**—সম্পূর্ণরূপে; **আখ্যাতুম্**—বর্ণনা করার জন্য; **উপচক্রমে**—তিনি নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পাণ্ডুবংশের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, এবং তাই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যথাযথভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য গভীর ঔৎসুক্য সহকারে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের সেই প্রশ্নগুলির ক্রম অনুসারে উত্তর নাও দিতে পারেন। কিন্তু, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকরূপে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সুসংবদ্ধভাবে, পরম্পরা-ধারায় যেভাবে সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই অনুসারে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি কোন প্রশ্ন বাদ না দিয়ে সবকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন।

ইতি "মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।